"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সত্যিকারের বৈষ্ণব বানাতে, তোমরা এখন ট্রান্সফার (পরিবর্তন) হয়ে কালো থেকে ফর্সা হচ্ছো"

*প্রশ্নঃ - সকল কামনা পূর্ণকারী বাচ্চারা তোমাদের টাইটেল কি ? তোমাদের কোন্ কামনা পূর্ণ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - তোমরা সকলের মনস্কামনা পূর্ণ কারী জগৎ অম্বার সন্তান কামধেনু। সকলের কামনা যে আমরা মুক্তি জীবন মুক্তি পাবো। তাহলে তোমরা জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা বাচ্চা সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলো, এটাই তোমাদের কর্তব্য (ধান্দা)।

*গীতঃ- অম্বা তুমি-ই হলে জগদম্বা.....

ওম্ শান্তি । এ হল মাম্মার জন্য ভক্তদের মহিমা। বলা হয়ে থাকে ভক্তদের রক্ষাকারী। এটা তো ভক্তি মার্গ হয়ে গেল। মাম্মার মহিমা শিব বাবার পরেই আছে, যখন পরম পিতা পরমাত্মা শিব আসেন তখন এসে জগৎ অম্বাকে রচনা করেন। রচনা করার অর্থই হলো ট্রান্সফার করা। অসুন্দর থেকে সুন্দর বানান। এই সময়ে জগৎ অম্বা তো একজনই হন। যেরকম শিবের চিত্র তো একটাই, ওঁনার ভিন্ন-ভিন্ন নাম রেখে ভিন্ন-ভিন্ন মন্দির বানিয়েছে। অনেক প্রকারের মহিমাও করে থাকে । পরম পিতা পরমাত্মা এক। সেরকমই জগৎ অম্বাও একটাই। দুই ভুজের। চার ভুজের কোনো দেবী-দেবতা হন না। প্রজাপিতা এবং জগৎ অম্বারও দুইটি করে ভুজ আছে। জগদম্বার মহিমা কেবলমাত্র কলকাতাতেই আছে। প্রখ্যাত হল কলকাতার কালী। ওনার চিত্রও খুব ভয়ানক বানিয়েছে। মুণ্ডমালা পরিহিত । এ সবই হল ভক্তিমার্গ। জগৎ অম্বা কখনই বলি নিতে পারেন না। উনি তো হলেন জগতের রচনাকারী। উনি বলি কীভাবে নিতে পারেন, আমিষাশীই বা কীভাবে হবেন। ওনার মন্দির কলকাতা ছাড়াও অনেক জায়গাতেই রয়েছে । মা তার নিজের সন্তানের বলি কখনোই নেবে না। ভক্তি কত কঠিন। এখন কে ওদেরকে বসে বোঝাবে যে অম্বার এইরকম ভয়ানক রূপ হয় না। না এইরকম বলি নেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন বৈষ্ণব (নিরামিষাশী) দেবী অন্যজন হলেন আমিষাশী। এখন যিনি আমিষাশী ছিলেন তিনি এখন বৈষ্ণব (নিরামিষাশী) হন। যদিও মাম্মা কুমারী ছিলেন, কখনও হয়ত এ'সব খানওনি। জগৎ অম্বা ব্রহ্মার পুত্রী ছিলেন তাহলে তো কুমারী হলেন, তাইনা ! তাহলে কুমারীকে কীভাবে অম্বা(মা) বলা যাবে - এটা বোঝার দরকার আছে। কলকাতায় অনেক পূজা হয়। অনেক ভয়ানক চেহারা তৈরী করেছে জগদম্বার কিন্তু এইরকম চেহারা হতে পারে না। উনি সকলের মনষ্কামনা পূর্ণ করেন। উনি হলেন সত্যিকারের বৈষ্ণব দেবী। পূর্বজন্মে তিনি হয়ত আমিষাশী ছিলেন। আবারও বৈষ্ণব (নিরামিষাশী) অথবা পবিত্র দৈবী গুণে সম্পন্ন হচ্ছেন। এ'সব হল সঙ্গম যুগের কথা। জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে মহিমা করা উচিত। প্রথমে বলতে হবে নিরাকার আত্মাদের পিতাও এক। তারপর সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এক। ব্রহ্মার পুত্রী সরস্বতীও এক, উনি বলি ইত্যাদি কখনোই গ্রহণ করেন না। প্রথমে সুন্দর ছিলেন, এখন শ্যামবর্ণের হয়ে গেছেন, আবারও সুন্দর হয়ে যাবেন।এই রকমই সারা দুনিয়াও সুন্দর হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় অম্বাকে দুই ভুজরেই দেখানো হয়। বোঝালে কেউ কেউ তো বুঝেও যায়, কেউ আবার ঝগড়াও করে। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট করতে দেরি করে না। তাই বোঝানোর জন্য বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা হলে কল্যাণকারী। যদিও মাম্মা প্রথমে কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন এইরকম মুরলী পড়া হতো না। জগৎ অম্বা হলেন এক। তোমরা অনেক-অনেক বাচ্চারা আছো। নাম তো একজনেরই হবে, তাই না ! একজনেরই অনেক মন্দির তৈরী করেছে। এখন কলকাতায় ভক্তদেরকে এই পূজার থেকে সরানো হবে কীকরে ? তাদেরকেও তো পূজ্য বানাতে হবে তাই না! তাহলে ওখানে গিয়ে কাউকে বোঝাতে হবে। এই সময় ওই জগদম্বা সবার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য বসে আছেন। তিনি হলেন কামধেনু। কোন্ রীতির দ্বারা তিনি কামনা পূরণ করেন, এটি কেউ জানে না। তোমরা হলে কামধেনু জগৎ অম্বার বাচ্চা। কেবল গোমাতা নয়, পুরুষও হয়। ওরাও অনেকেরই মনস্কামনা পূর্ণ করে। তোমাদের কারবারই হল সবার মনস্কামনা পূর্ণ করা। কোথাও আবার ভাইরাও অনেক সেন্টার চালান। তাদের বুদ্ধিতে আসে যে, আমরাও সকলের মনোস্কামনা পূর্ণ করবো অর্থাৎ মুক্তি জীবনমুক্তির রাস্তা বলবো, স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবো। যারা কল্পের পূর্বে নিয়েছিল, তারাই নেবে। হ্যাঁ, ওখানে সর্ব প্রকারের সুখ পাওয়া যায়। জগৎ পিতা, জগৎ অম্বা এই দু'জনের রচয়িতা হলেন শিববাবা। এনাদের দ্বারা কতজনের মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। কলকাতায় অনেক পূজা হয়। কেউ কাউকে, কেউ কাউকে মানে। কেউ বৈষ্ণব দেবীকে মানেন। ওরা তোমার কথায় দ্রুত রাজি হয়ে যাবে। বলো, তোমরা রাজ্য ভাগ্য

প্রাপ্ত করেছিলে এই জগৎ অম্বার কাছ থেকে। জগৎ অম্বা তাহলে কোথা থেকে পেয়েছেন ? জগৎ পিতার থেকে। উনি কোথা থেকে পেয়েছেন ? শিব বাবার থেকে। যিনি সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা, তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। জগৎ অম্বাকে সকলে মানেন। নিশ্চয়ই জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতাকেও বর্সা শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয় আবার ওনাদের দ্বারা বাচ্চারা প্রাপ্ত করে থাকে। জগৎ অম্বা এক, দুই ভুজ'র। অনেক ভুজ নেই। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার পুত্রী, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। কিন্তু ওনার রূপ ভয়ানক দেখানো হয়েছে। তাহলে এর জন্য বোঝাতে হবে জগৎ অম্বার এইরকম ভয়ানক রূপ নয়।সতোপ্রধান মানুষ থেকে আবার তমোপ্রধান হন। তমোপ্রধান মানুষ আবার সতোপ্রধান মানুষদের পূজা করেন। জগৎ অম্বা হলেন মানুষ কেননা জগৎ এখানেই হয়। মূলবতন, সূক্ষ্মবতনকে জগৎ বলা হয় না।সূক্ষ্ম বতনে দেবতারা, মুল বতনে আত্মারা থাকে। এইসব কথাগুলো বোঝানোর দরকার। বাকি বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্মের কথা ভারতবাসীদেরই শোনাতে হবে। যারা দেবতা ছিলেন, তারা আর নেই। যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী হবে, তারাই এইসব কথাগুলিকে বুঝতে পারবে। তারাই আবার উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রমও করবে।অনেক বাচ্চা মনে করে আমরা তো বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, উচ্চপদ অবশ্যই পাবো। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখো প্রথমে তো ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে তারপরেই ভালো পদ পাবে। পড়বে না অথচ বিকর্ম করতে থাকবে তাহলে প্রথমতঃ শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয়তঃ ওখানে গিয়ে চাকর-বাকর দাস-দাসী হবে, কেননা বিকর্মের বোঝা অনেক আছে। জন্ম-জন্মান্তর দাসী হয়ে, পরবর্তীকালে পদ পেয়ে আর কি হবে! এর থেকে তো প্রজাদের অনেক ধন প্রাপ্তি হয়। তারা কারো দাস-দাসী হয় না। এগুলো বোঝা দরকার। তারপর আসল কথাটি বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে, বৈষ্ণব দেবীই লক্ষ্মী হন। লক্ষ্মীর মন্দির বড়ো না বৈষ্ণব দেবীর মন্দির বড় ?কার মহিমা বড় ? উনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। লক্ষ্মীকে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী বলা হয় না, এইজন্য মহিমা জগৎ অম্বার রয়েছে । বড় মেলা ওনারই বসে । লক্ষ্মীকে দীপ মালায় আহ্বান করা হয়। এটি হল আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মেলা। এইসব কথাগুলোই কোনো মানুষ বুঝতে পারে না। বোঝানোর জন্য অনেক বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। যে যুক্তির দ্বারা ভালোবেসে কার্য করবে। কেউ যদি বুঝে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সঠিক ভাবে বুঝিয়েছে। শ্রী লক্ষ্মী কতো সুন্দর ছিলেন ! লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এত পূজা হয় তারাও হলেন যথার্থ বৈষ্ণব। জগৎ অম্বাও হলেন বৈষ্ণব।বাবা তাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন। তোমাদের পূজা এখন হতে পারে না, কেননা শরীর তো পবিত্র নয়। তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন তোমাদের শরীর পরিবর্তন (বদলে) হয়ে যাবে, তখন তোমরা পূজার যোগ্য হয়ে যাবে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের পূজা করা উচিত নয়। আজকাল তো শিবোহম্ বলে নিজের পূজা করান। তাদের মধ্যেও এক ধরনের মঠ আছে যারা নিজেদের পূজা করান না। কিন্তু শিব তো নিরাকার, উনি নিজের পূজা কীভাবে করাবেন। দেখো, শিববাবা এনার মধ্যে আসেন, নিজের পূজা করানোর জন্য আসবেন নাকি ? বাবা তো এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানান।পূজা করা কীভাবে শেখাবেন! শিববাবা কিছু করতে দেন না।বলেন মুখে রাম-রামও বলারও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ করা কোনো জপ করা নয়। বাচ্চারা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেয়। বাচ্চারা কখনোই বাবার জপ জপেছে! তোমাদেরকেও জপ জপতে হবে না। জপ আর স্মরণের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্টস্ রয়েছে বোঝানোর জন্য। এটিও গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইনিও হলেন বাবা, এনার থেকে প্রাপ্ত হয় বেহদের বর্সা আর লৌকিক বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় হদের বর্সা। এই পারলৌকিক বাবা কল্প পূর্বেও বর্সা দিয়েছিলেন, আবার দিতে এসেছেন। বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান ঘোরাতে হবে, যার দ্বারা মানুষ দেবতা হয়ে যাবে। দেখো, জ্ঞান মার্গে বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে, যার দ্বারা মানুষের জীবন হীরা তুল্য হয়ে যাবে। দুঃখী তো অনেকেই আছে, একে অপরের সাথে লড়াই করতে থাকে। বাবা এসে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বানিয়ে তারপর দৈবী সম্প্রদায় বানান। এর জন্য লড়াই ঝগড়ার কোনো দরকার নেই। ঈশ্বরীয় সভায় (দরবার) কোনো আসুরী কোনো কিছুই থাকতে পারে না। পুতিগন্ধময় (মৃত পলিতি) কারোরই এখানে বসার নির্দেশ নেই। বাবা বোঝান, বাচ্চারা তোমরা কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ক'রো না। সদ্গুরুর নিন্দুক কোথাও স্থান পাবে না, এর কারণেই সত্যযুগে উচ্চপদ পায় না। সদ্গুরু যিনি স্বর্গের মালিক বানান, তাঁর নিন্দা করলে কখনোই উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এগুলি হল সমস্ত এখানকার কথা। কিন্তু মানুষ এ' সব নিজেদের উপরে নিয়ে নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে থাকে। এখানেই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ওরা গুরু করে নেয় কিন্তু পবিত্র হতে পারে না।গৃহস্থীকে গুরু বানিয়ে কোনো লাভ হয় না। এ হলো প্রজার রাজ্য আবার দৈবী রাজ্য বানানোর জন্য শক্তিশালীদেরই (সমর্থ) দরকার। বাবা এসেছেন আসুরিক দুনিয়াকে দৈবী বানাতে। দৈবী ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে তারপর সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। কথায় আছে ভগবান এসে ফল দেন। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কেউই নির্বাণ ধামে যেতে পারবে না। বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পরম পিতা পরমাত্মা। আমার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান আছে। আমাকেই পতিত-পাবন বলে। আমিই তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। তোমাদেরকে তারপর অন্যদেরকে শেখাতে হবে । বোঝানোর জন্য সবাই একরকম হবে না। তোমদেরকে নোট করে রাখতে হবে। যারা ভালো ভাষণ করে তাদেরও অনেক সময় পয়েন্টস্ স্মরণে আসে না। পরে স্মরণে আসে - এটা বলতে চেয়েছিলাম। নোট

অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এমনও নয় যে নোট করে আবার ছেড়ে দেবে, পড়বে না। ধারণা তখন হবে যখন শ্রীমতে চলবে। সকালে অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তারপর পয়েন্টস্ রিপিট করে পুনরায় অন্যদেরকেও শোনাতে হবে। তখন উঁচু পথ প্রাপ্ত করবে। রাজা হওয়া কোন মাসির বাড়িতে যাওয়ার মতো সহজ নয়। বুঝেছো ! পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পূজ্য হওয়ার জন্য সঠিকভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পূজা করাবে না। আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র হলে তখনই পূজ্যনীয় যোগ্য হবে।

২) বিচক্ষণতার সাথে (সেন্সিবল) বুঝদার হয়ে কল্যাণের ভাবনা রেখে সেবা করতে হবে। দৈবীগুণ সম্পন্ন প্রকৃত বৈষ্ণব হতে হবে।

বরদানঃ- পরমাত্ম স্নেহে ধরণীর আকর্ষণ থেকে উপরে উড়তে থাকা মায়াপ্রুফ ভব

পরমাত্ম স্নেহ হল ধরণীর আকর্ষণ থেকে উপরে ওড়ার সাধন। যারা ধরণী অর্থাৎ দেহ-অভিমানের আকর্ষণ থেকে উপরে থাকে তাদেরকে কখনোই মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। যত আকর্ষণীয় রূপই হোক না কেন, মায়ার আকর্ষণ তোমাদের উড়তি কলাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। যেরকম রকেট ধরিত্রীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও ঊর্ধ্বে উঠে যাও। এর বিধি হল সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া বা এক বাবার স্নেহে সমায়িত হয়ে থাকা - এর দ্বারাই মায়াপ্রুফ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- স্ব (নিজের) স্থিতিকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে পরিস্থিতি সেটাকে নীচে উপর না করতে পারে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন –(দাদীদের পুরাতন ডায়েরি থেকে)

জ্ঞানই হল খুশির ফাউন্ডেশন বা প্রধান কান্ড, যে ফাউন্ডেশনের আধারেই সমস্ত জীবন রূপী বৃক্ষ নির্ভরশীল । যদি এই ফাউন্ডেশন সঠিক না থাকে তবে সেই খুশি স্বল্প স্থায়ী হবে। যেরকম মায়াবী মানুষজন বলে থাকে, আমরা খুশিতে আছি, কেননা আমাদের কাছে সমস্ত ধন পদার্থ ভরপুর আছে। এ তো এই রকম হলো যে, কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো ফলের শাঁস বার করে নিজেই খেয়ে নেয় আর তার খোসা ফেলে দেয়, যেটা কোনো গরীব তোলে আর সেটা দেখেই খুশী হয়ে যায় যে আমার কাছেও ফল আছে। কিন্তু বাস্তবে ফল মালিক খেয়ে নিয়েছে । সেইরকমই আমরা এই অল্পকালের মায়াবী সুখকে তুচ্ছ মনে করে, এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরীয় স্থায়ী অতীন্দ্রিয় সুখের প্রাপ্তি করছি আর সেটা আবার অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ প্রদানকারী মায়াকে, যেটাতে বাস্তবে কোনোই সুখ থাকে না। তার পিছনে আকৃষ্ট হয়ে সেই রসনা নিয়ে, ওতেই সুখ আছে মনে করে আর এই অহংকারেই থাকে যে আমাদের কাছেও ফল আছে। আচ্ছা – ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;